সংবাদ

তারিখ 24 SEP 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোকে যথাযথ নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার

সরকার নির্ধারিত ভর্তি ফি ও বেতনে এবং একই প্রশ্নপত্রসহ নির্দিষ্ট তারিখে এখন থেকে বেসরকারি কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে একটি সরকারি সিদ্ধান্তের কথা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। খবর থেকে এও জানা গেছে, ঈদের পর সরকার এ ব্যাপারে নির্বাহী আদেশ জারি করবে। সরকারি এ সিদ্ধান্তটি কার্যকর হলে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের এই খাতটি একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আসবে সন্দেহ নেই। বর্তমানে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি ফি ও বেতনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে একটা নৈরাজ্য বিরাজ করছে, যা অনাকাঙ্ক্ষিত। বিশেষ করে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ পুরনো। বাংলাদেশে ৩৯টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। প্রতিটি মেডিকেল কলেজ তাদের নিজস্ব নিয়মে শিক্ষার্থী ভর্তি করে। অর্থাৎ বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ছাত্র ভর্তির কোন 'ইউনিফরম' নিয়ম বা নীতি নেই। ভর্তির সময় মোটা অঙ্কের টাকা তো তারা নেয়ই উপরন্তু বেশি বেতনের পাশাপাশি বছরের বিভিন্ন সময়ে নানান অছিলায় খাত সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের কাছে টাকা আদায় করে।

এক হিসেবে এই বেসরকারি কলেজগুলো এক একটি অর্থখেকো প্রতিষ্ঠান। এই কলেজগুলোতে ধনীর ছেলেরা ভর্তি হয়, কর্তৃপক্ষ প্রচুর টাকা হাতিয়ে নেয়। বিষয়টা এখানে শেষ হলেই হয়তো উদ্বিগ্ন হওয়ার বিষয় থাকত না। কিন্তু মোটা অঙ্কের টাকার বাণিজ্যের ফলস্বরূপ দেশের এই চিকিৎসা সেবার খাতটির মেধাহীন অদক্ষ ও অযোগ্য চিকিৎসক নামের জীবে পরিপূর্ণ হবে সেটাকে তো মেনে নেয়া যায় না। এমনও অভিযোগ আছে পাসের যোগ্য না হয়েও টাকা দিয়ে এই কলেজগুলোতে অনায়াসে পাসের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। পরিস্থিতিটা যে ভয়াবহ এতে কোন সন্দেহ নেই। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভর্তি পরীক্ষার খাতাসহ পরবর্তী পাঠক্রমের পরীক্ষার খাতাগুলোর ওপরও নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি করা দরকার বলে আমরা মনে করি।

আমাদের দেশে বেসরকারি মেডিকেল কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরকার আছে। কিন্তু সেগুলো নৈরাজ্যের মাধ্যমে শিক্ষাকে তছনছ করে দেবে সেটা মেনে নেয়া যায় না। নর্দান ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সামসুদ্দীন সিদ্দিকী ভর্তিসহ অন্যান্য পরীক্ষার খাতাও কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষার কথা বলেছেন। সিদ্দিকী সাহেবের সঙ্গে আমরাও একমত। ফলে ভাল শিক্ষার্থীর জায়গায় প্রচুর অর্থের মালিক এমন অভিভাবকের মেধাহীন সন্তানরা ভর্তি হতে পারবে না। এছাড়া একই প্রশ্নে ও একইদিনে ভর্তি পরীক্ষা হলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের হয়রানি বন্ধ হবে এবং একই সঙ্গে অর্থেরও সাশ্রয় হবে।

মোদ্দাকথা হচ্ছে, যেভাবে সব ক্ষেত্রেই ফ্রি স্টাইলে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো চলছে সেভাবে তাদের চলতে দেয়া যায় না। এদের ওপর অবশ্যই বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ই হোক অথবা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, একটি সুনির্দিষ্ট সমমানের নিয়মনীতির ভিত্তিতে এগুলোকে পরিচালনা করতে হবে। আমরা আশা করি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের বিষয়ে সরকারি এই সিদ্ধান্তটি কার্যকর হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো একটা যুক্তিসঙ্গত মানে উঠে আসতে পারবে। একই সঙ্গে আমরা এও আশা করি বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর গোপন আঁতাত কিংবা সিন্ডিকেট সরকারি এই সিদ্ধান্ত যেন বানচাল না করতে পারে সেই দিকেও সরকার যেন কড়া নজর রাখে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো থাকুক এবং তারা যুক্তিসঙ্গত আর্থিক খরচে যোগ্য চিকিৎসক জাতিকে উপহার দিক সেটাই আমাদের কামনা।